তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম 2

ভালো ফলে ভর্তি শেষে বিপর্যয়

সরকারি কলেজ নিয়ে প্রতিবেদন

■ সাব্বির নেওয়াজ

নারায়ণগঞ্জ আদমজীনগর এম ডব্লিউ সরকারি কলেজে ২০১৪ সালে ৯৪৪ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ ফল নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০১৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেই জিপিএ ৫-এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পেরেছে মাত্র ১৫ শিক্ষার্থী। অর্থাৎ দুই বছরের ব্যবধানে জিপিএ ৫-এর ফল হারিয়েছে ৯২৯ শিক্ষার্থী। একই অবস্থা কুমিল্লা সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজে। এই কলেজে ২০১৪ সালে ১ হাজার ৮ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ ফল নিয়ে ভর্তি হয়ে ২০১৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে মাত্র ৩৩৪ জন। দুই বছরের ব্যবধানে এই কলেজ থেকেও জিপিএ ৫-এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি ৬৭৪ শিক্ষার্থী। দেশের প্রায় সব সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ফলাফলের চিত্র একই রকম। একই অবস্থা ভর্তির ক্ষেত্রেও। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি কলেজগুলোতে ৩৪ হাজারের বেশি আসন শূন্য ছিল।

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

ভালো ফলে ভর্তি শেষে বিপর্যয়

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

অন্যদিকে নিয়ম ভঙ্গ করে প্রায় ১ হাজার ২শ' অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়েছে এমন কলেজের সংখ্যাও কম নয়। ২৯৪টি কলেজে ৩৯ হাজার ৭২৮ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ ফল নিয়ে ভর্তি হয়। ২০১৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেই জিপিএ ৫ নেমে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১৯৯ জনে। ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী দুই বছরের ব্যবধানে তাদের জিপিএ ৫-এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। একই অবস্থা পাসের হারেও। ২০১৬ সালে ২ লাখ ৩০ হাজার ৫১৬ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৮৯ জন। অর্থাৎ ৬১ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে সরকারি কলেজগুলোর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, 'সরকারি কলেজের এমন চিত্র খুবই হতাশার। এই কলেজগুলো সরকার থেকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও শিক্ষার মান ধরে রাখতে পারছে না। এসব কলেজে শিক্ষার মান ধীরে ধীরে কমছে। যার প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানো হয়, এমন ৩২৭টি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের ফলাফল মূল্যায়ন জরিপ চালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জরিপে দেখা গেছে, জিপিএ ৫ পেয়ে সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে দুই বছরের ব্যবধানে আর আগের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি অধিকাংশ শিক্ষার্থী। মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ফেল করেছে– এমন তথ্যও মিলেছে।

সূত্র বলছে, সরকারি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মান মূল্যায়নে দেশের ৩২৭টি কলেজ থেকে তথ্য চাওয়া হয়। এর মধ্যে ২৯৪টি কলেজ তথ্য দিয়েছে। তথ্য দেয়নি ৩৩টি কলেজ। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক যুক্ত হওয়া, শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক কম এবং মফস্বল এলাকার সরকারি কলেজগুলোতে ভালো শিক্ষক না থাকার কারণে শিক্ষার মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সরকারি কলেজে ১০৫ জন ছাত্রের বিপরীতে রয়েছেন একজন মাত্র শিক্ষক। 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৫'-তে বলা হয়েছে, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সরকারি কলেজগুলোতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি।

প্রতিবেদনে ভর্তির পরিসংখ্যানে জিপিএ ৫ পাওয়া শীর্ষ ১০ কলেজ, কম পাওয়া শীর্ষ ১০ কলেজ, শূন্য আসনের শীর্ষ ১০ কলেজ এবং অনুমোদিত আসনের বেশি ভর্তি করানো শীর্ষ ১০ কলেজের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মানসম্মত সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাল্টিমিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য, সৃজনশীল পদ্ধতির হালনাগাদ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত, শিক্ষক কম-বেশি প্রতিষ্ঠানের তালিকাও রয়েছে প্রতিবেদনে। সবচেয়ে বেশি শিক্ষক রয়েছেন এমন প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের কলেজে। প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, সবচেয়ে কম শিক্ষক এমন ১০টি কলেজের সবগুলো ঢাকার বাইরে। শূন্য আসনের শীর্ষে থাকা ১০টি কলেজ পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজ, ঢাকা মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ভোলার শাহবাজপুর সরকারি কলেজ, খুলনার মজিদ মেমোরিয়াল সরকারি সিটি কলেজ, নওগাঁর সাপাহার সরকারি ডিগ্রি কলেজ, ফেনীর ছাগলনাইয়া সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, কুমিল্লার চিওড়া সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরার তালা সরকারি কলেজ, খুলনা সরকারি কলেজ। এই ১০ কলেজে প্রায় ৬ হাজারের বেশি আসন শূন্য ছিল। অন্যদিকে অনুমোদিত আসনের বেশি ভর্তি করিয়েছে এমন রয়েছে ১৬টি কলেজ। এর মধ্যে ১০টি কলেজ প্রায় ১ হাজার ২শ'র বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়েছে।

ব্যতিক্রমও রয়েছে। পাস ও জিপিএ ৫ পাওয়ার বিপরীত চিত্র দেখিয়েছে অনেক কলেজ। খুলনার রূপসার বঙ্গবন্ধু কলেজে ২০১৪ সালে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী ছিল ৮৯ জন। দুই বছরের ব্যবধানে কলেজের শিক্ষার মান ভালো হওয়ায় সেটি দাঁড়ায় ৩৩২ জনে। এ রকম ১০টি শীর্ষ কলেজের তালিকাও করেছে মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে আছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ, ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, নোয়াখালী চাটখিল পাঁচগাঁও মাহবুব সরকারি কলেজ, বগুড়ার সান্তাহার সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুরে আ স ম আবুদর রব সরকারি কলেজ, নওগাঁ বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ, খুলনা আজম খান বাণিজ্য কলেজ ও মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ।